দৈনিক

ইত্তেফাক

তারিখ ...1 JUN 2009...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩ ...

খুলনা : ঘূর্ণিঝড় আইলা সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত ডুমুরিয়া উপজেলার লেবুবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় -ইত্তেফাক

খুলনায় সাড়ে চারশ' শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিধ্বস্ত

আইলার তাণ্ডব

॥ খুলনা অফিস ॥

ঘূর্ণিঝড় আইলার তাণ্ডব ও জলোচ্ছ্বাসে উপকূলীয় এলাকার ঘর-বাড়ি বিধ্বস্ত হওয়ার পাশাপাশি অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে খুলনার চারটি উপজেলার অর্ধ লক্ষাধিক শিক্ষার্থীর লেখাপড়া অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। গত ২৫ মে বয়ে যাওয়া ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে কয়রা, দাকোপ, পাইকগাছা ও বটিয়াঘাটা উপজেলার প্রায় সাড়ে চারশ' শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিধ্বস্ত হয়েছে। এছাড়া যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঝড়ের তাণ্ডবের শিকার হয়নি সেগুলো বর্তমানে দুর্গতদের আশ্রয় কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ঘূর্ণিঝড় আইলার তাণ্ডব ও জলোচ্ছ্বাসে সুন্দরবন সংলগ্ন কয়রা উপজেলার ১৯৪টি, দাকোপ উপজেলার ৭৫টি, পাইকগাছা উপজেলার ১৪০টি ও বটিয়াঘাটা উপজেলার ৭৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিধ্বস্ত হয়েছে। এরমধ্যে কয়রা উপজেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৫৭টি, রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় ৫৪টি, মাধ্যমিক (২৩শ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

আইলায় বিধ্বস্ত উত্তর বেদকাশি ইউনিয়নের বড় বাড়ি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় -ইত্তেফাক

খুলনায় সাড়ে চারশ

(প্রথম পৃঃ পর)

বিদ্যালয় ৩২টি, কমিউনিটি বিদ্যালয় ১৩টি, মাদ্রাসা ৩৮টি ও কলেজ ৩টি, দাকোপ উপজেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ২৮টি, নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৩৫টি, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৯টি, মাদ্রাসা ৫টি ও কলেজ ৭টি, পাইকগাছা উপজেলায় সরকারি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৩০টি, মাদ্রাসা ৮টি ও কলেজ ২টি এবং বটিয়াঘাটা উপজেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৬৩টি, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১০টি, মাদ্রাসা ২টি ও ৩টি কলেজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়া ঝড়ে যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি বর্তমানে সেগুলো দুর্গতদের আশ্রয় কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

এদিকে চার শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত ও দুই শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দুর্গতদের আশ্রয় কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ায় বর্তমানে সেগুলো বন্ধ রয়েছে। ফলে উপকূলীয় এলাকার অর্ধ লক্ষাধিক শিক্ষার্থীর লেখাপড়া মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। তাছাড়া অনেক ছাত্র-ছাত্রী ঘূর্ণিঝড় আইলায় তাদের স্বজন হারিয়ে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে। তবে ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে সর্বস্ব হারানো মানুষগুলোর সামনে তাদের ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার চিন্তার চাইতে এই মুহূর্তে বেঁচে থাকার সংগ্রামই বড় হিসাবে দেখা দিয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত অনেকে বলেন, যেখানে দু'মুঠো খাবারই এখন জুটছে না, সেখানে সন্তানের লেখাপড়া নিয়ে ভাবার সময় কই।

এ ব্যাপারে খুলনা জেলা প্রশাসক এন এম জিয়াউল আলম ইত্তেফাককে বলেন, ঝড়ে অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ইতিমধ্যে এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা তৈরির কাজ শেষ হয়েছে। বর্তমানে এগুলো দুর্গতরা আশ্রয় কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করছে।এগুলো খালি হলেই সংস্কারের কাজ শুরু করা হবে।

সাতক্ষীরায় ডায়রিয়ার প্রকোপ বৃদ্ধি

সাতক্ষীরা সংবাদদাতা ॥ সাতক্ষীরার দুর্গত এলাকায় ডায়রিয়া পরিস্থিতির আরো অবনতি হয়েছে। জেলার শ্যামনগর উপজেলার গাবুরা, পদ্মপুকুর, মুন্সিগঞ্জ ও কাশিমাড়ি ইউনিয়নে এবং আশাশুনি উপজেলার প্রতাপনগর ইউনিয়নের আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে ব্যাপক হারে ডায়রিয়া ছড়িয়ে পড়েছে। পশুপাখি ও জীব-জন্তুর মৃতদেহ পচে চারদিকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। আশ্রয়কেন্দ্রে ঠাঁই না পাওয়া অনেক আশ্রয়হীন মানুষ এখনো খোলা আকাশের নিচে মানবেতর জীবন-যাপন করছে। ত্রাণ ও খাবার পানি পেলেও তা মানুষের চাহিদার তুলনায় খুবই অপ্রতুল। যোগাযোগ ব্যবস্থা খারাপ থাকায় দুর্গম এলাকায় ঠিকমত ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছাতে পারছে না। এদিকে গতকাল দুপুরে হঠাৎ বৃষ্টিতে শ্যামনগর উপজেলার কৈখালী এলাকায় খোলা আকাশের নিচে আশ্রয় নেয়া মানুষের দুর্ভোগ আরো বেড়েছে। এলাকায় ডায়রিয়ায় ৫ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেলেও সরকারিভাবে একজনের কথা স্বীকার করা হয়েছে। আশাশুনির প্রতাপনগর ও শ্যামনগরের গাবুরা এলাকায় বেড়িবাঁধের ছোট ছোট ভাঙনগুলো স্বেচ্ছাশ্রমে মেরামতের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে স্থানীয় জনগণ। শ্রীউলা ইউপি চেয়ারম্যান আবুহেনা শাকিল-এর নেতৃত্বে খোলা এলাকায় এবং ম ম নুরুল আলমের নেতৃত্বে হলদা ও গোতুলা নামক এলাকায় ভাঙন কবলিত বেড়িবাঁধ মেরামত করেছে স্থানীয় জনগণ স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে।

বাগেরহাটে লাশ উদ্ধার

বাগেরহাট সংবাদদাতা ॥ ঘূর্ণিঝড় আইলা'র ৬ দিন পর রবিবার বাগেরহাটে আরও একটি লাশ উদ্ধার হয়েছে। বাগেরহাট-পিরোজপুর সীমান্তে মোরেলগঞ্জের ফেলনাপাশা এলাকায় বলেশ্বর নদীতে পরিত্যক্ত একটি পন্টুনের কাছে নদীর জোয়ারে ভেসে এসে অজ্ঞাতপরিচয় এ লাশটি আটকা পড়ে। এলাকাবাসী লাশটি দেখে পুলিশে খবর দিলে পরে পুলিশ তা উদ্ধার করে।

নিঝুমদ্বীপের অসহায় মানুষদের দেখতে যায়নি কেউ

নোয়াখালী ও হাতিয়া সংবাদদাতা ॥ আইলার তাণ্ডবে জেলার সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা হচ্ছে নিঝুমদ্বীপ। আইলার ধ্বংসযজ্ঞের ৬দিন অতিবাহিত হলেও গতকাল রবিবার পর্যন্ত নোয়াখালী জেলা প্রশাসনের কোন কর্মকর্তা ও সরকারের ঊর্ধ্বতন মহলের কোন ব্যক্তি এ দ্বীপের অসহায় মানুষদের দেখতে যায়নি। এ দ্বীপের কয়েক হাজার মানুষের হাতে সরকারি ত্রাণ সামগ্রী এখনো পৌঁছেনি। তবে উপজেলা প্রশাসন বলেছে, তারা ২০ টন চাল বিতরণ করেছে। বাস্তবে তা নয়। গতকাল ২৪০ পরিবারের মধ্যে মাত্র ৫ কেজি করে ১টন চাল বিতরণ করা হয়েছে এ দ্বীপের নামার বাজার ও বন্দর টিলায়। দ্বীপের দুবাই খাল এলাকার বাসিন্দা মফিজুল আলম বলেছে, তার ঘরে ধান, চাল ও খাবার জিনিসপত্র ছিল। আইলায় তার সব ধুয়ে মুছে নিয়ে যায়। সে এখনো কোন ত্রাণ সামগ্রী পায়নি। গতকালও তার পরিবার উপোস ছিল। এদ্বীপের ৮টি আশ্রয় কেন্দ্রে অনেক মানুষ রয়েছে। তারাও ঠিকমত খাবার পাচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠেছে। এ স্থানে লঙ্গরখানা খোলা হয়নি। খাবার ও পানীয় পানির সংকট চরম আকার ধারণ করছে। অসংখ্য দ্বীপবাসী অভিযোগ করেছেন, আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা রেড ক্রিসেন্ট এখনো তাদের কোন সাহায্য করেনি। এ সংস্থার কোন কর্মকর্তা ও স্বেচ্ছাসেবক